"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় তোমাদের এই জন্ম হল হীরে সম, কেননা তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের পড়াচ্ছেন, তোমরা দূরদর্শী, বিশাল বুদ্ধি (বুদ্ধিবান) হয়ে উঠছো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা দূরদর্শী আর বিশাল বুদ্ধি হয়ে উঠছো?

*উত্তরঃ - বাবার স্মরণে থেকে তোমরা দূরদর্শী আর পড়াশোনার দ্বারা বিশাল বুদ্ধি হয়ে উঠছো। দূরদর্শী অর্থাৎ দূরদেশের অধিবাসী বাবাকে স্মরণ করা। মন্মনা ভব-র অর্থ হল দূরদর্শী হওয়া। বিশাল বুদ্ধি অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকবে। তোমাদের প্রথমে দূরদর্শী তারপর বিশাল বুদ্ধি হতে হবে।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ হল পৃথক...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে - আমাদের তীর্থ হল সবের থেকে পৃথক । আমাদের তীর্থ অনেক দূরে অবস্থিত, এইজন্য বাচ্চাদেরকে বলা হয় যে দূরদর্শী ভব। দূরদেশের অধিবাসী পুনরায় বলছেন - বিশাল বুদ্ধি ভব। সকলেরই বুদ্ধি এইসময় তুচ্ছ হয়ে গেছে তাই না। মায়া তুচ্ছ বুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে। তো বাচ্চাদের হল দূরদর্শী বুদ্ধি অর্থাৎ দূরের অধিবাসীকে স্মরণ করা আর বিশাল বুদ্ধি অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখা। অন্যরা সকলে হল অল্পজ্ঞ বুদ্ধি অর্থাৎ অল্প বুদ্ধি, কেবল বলে থাকে - পরমাত্মা, কিন্তু জানে না। এখানে কোনও মহাত্মা নেই। বাবা এসে দূরদর্শী বানাচ্ছেন, কিন্তু দূরদর্শী বাচ্চাদের সংখ্যা খুবই কম। যদিও জ্ঞান অনেক আছে কিন্তু দূরদর্শী কম অর্থাৎ বাবার স্মরণে কম থাকে। এছাড়া সাধু তো সাধনা করতে থাকে যথা রাজা-রানি তথা প্রজা, সমগ্র দুনিয়াই এইসময় পতিত হয়ে গেছে। যদিও মহাত্মা নাম রেখে দেয় কিন্তু মহান আত্মা কেউ নেই। কেউ আবার শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা বলে দেয়। এটা বলা তবুও ঠিক আছে কেননা সত্যযুগ হল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। এটা তো হল ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। যথা রাজা-রানি তথা প্রজা কিন্তু এইসময় রাজা তো কেউ নেই। প্রজার উপর প্রজার রাজ্য চলছে। বাবা বলছেন যে শাস্ত্র পড়ে তোমরা আমার সাথে মিলিত হতে পারবে না আর না কোনও মুক্তিতে যেতে পারবে। যতক্ষণ আমার দ্বারা কেউ আমাকে না জানে আর যতক্ষণ কল্পের অন্তে আমি না আসি। মানুষ তো শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, তারা তো এ দেশের। দূরদর্শী তো নয়। তো বাবাকে স্মরণ করা মানে দূরদর্শী হওয়া। মন্মনা ভব-র অর্থ হল দূরদর্শী ভব। যারা বাবাকে জানে না তারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে। যদি না আসে তবে রাস্তা কিভাবে পাবে! অনেক বোঝার বিষয়। সাজনের প্রতি অনেক ভালবাসা থাকতে হবে। বলে যে, এক তোমাকে পেয়েছি মানে সবকিছু পেয়ে গেছি। তখন এক বাবার থেকেই সবকিছু প্রাপ্ত হয়ে যায়। এইরকম সাজনের প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকতে হবে। এটা হল অসীম জগতের জ্ঞান। বিরাট ড্রামা অর্থাৎ ভ্যারাইটি, যেখানে অনেক মতভেদ আছে তখন বলা হয় দ্বৈত রাজ্য, দ্বৈত বা দৈত্য কথাটা একই। দৈত্য বলা হয় রাবণকে। দেবতা নির্মাণ কর্তা হলেন এক বাবা-ই। বলে যে মানুষ থেকে দেবতা, কত সহজ কথা। তোমরা হলে বিশাল বুদ্ধি। যারা শাস্ত্র পড়ে তাদের বিশাল বুদ্ধি বলা যাবে না। সেটা হল ভক্তি। জ্ঞান আলাদা জিনিস, ভক্তি আলাদা জিনিস। জ্ঞান তো জ্ঞানসাগর বাবা প্রদান করেন। তোমরা হীরের মতো ছিলে, এখন কড়ির মতো হয়ে গেছো। এখন বাবা পুনরায় হিরের মতো তৈরী করছেন। তোমরা বিশাল বুদ্ধি হওয়ার কারণে সমগ্র বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করবে। সেখানে হল অখন্ড অটল রাজ্য, এই জ্ঞান যাদের বুদ্ধিতে থাকে তারা বিশাল বুদ্ধির হয়ে যায়।

তোমরা জানো যে সত্যযুগে সুখ ছিল, তারপর ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়। উপরে উঠতে সময় লাগে এক সেকেন্ড, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য জাম্প দিতে হবে। নিচে নামতে সময় লাগে ৫ হাজার বছর। তোমার সকলে নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে বুদ্ধিবান হয়েছো। এই জ্ঞান এখনই প্রাপ্ত হয়, সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। সঙ্গমে বাবা আসেন - অবিকল কল্প পূর্বের মতো। সত্যযুগে কাউকে বিশাল বুদ্ধি বলা হবে না। হীরের মতো জন্মও সত্যযুগে বলা হবে না। হিরের মতো জন্ম এই সময় হয় কেননা এই সময় তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এই মহিমা হল বাবার, যখন পরমাত্মা হলেন পতিত-পাবন তখন সর্বব্যাপী কীকরে হতে পারেন? কিন্তু মানুষের হলো অল্পজ্ঞ বুদ্ধি, যতই বোঝাও না কেনো, কিছুতেই বুঝতে পারে না। তাহলে বুঝবে যে সে ব্রাহ্মণকুলের নয়। যে দেবতা কুলের হবে সে-ই জ্ঞানকে বুঝে ব্রাহ্মণ হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তোমরা পুনরায় সুখ-শান্তির সাগর তৈরী হচ্ছো। সত্যযুগে অপার সুখ থাকে। তো বাবার দ্বারা তোমাদের অসীম সুখ প্রাপ্ত হয়। অন্তিম সময়ে তোমরাই জ্ঞান, সুখ, শান্তির সাগর হবে কেননা তোমরা অন্যদেরকেও দান করো। এখন দেখো কতোই না দুঃখ অশান্তি। ধনী ব্যক্তিদের রাতে ঘুম আসেনা।

বাচ্চারা তোমাদের তো অনেক খুশী হয় কেননা তোমরা বাবাকে জেনেছো। দুনিয়ার মানুষ বলে - ও গড্ ফাদার! পরমপিতা পরমাত্মা, কিন্তু তাঁকে জানেই না। অনেক সময় ধরে ভক্তি করে এসেছে, স্মরণ করে এসেছে, কিন্তু জানেনা কিছুই। বাবা নিজের এবং নিজের রচনার পরিচয় নিজে এসে দিচ্ছেন। তোমাদেরকে আবার অন্যদেরকেও তা শোনাতে হবে। তোমরা জানো যে ইনি হলেন বাবা, কোনও মহাত্মা নয়। বাবার খেয়াল হল, ফর্মে লিখেছো তোমরা কার সাথে মিলন মানাতে এসেছো? তখন নতুনরা বলবে - মহাত্মার সাথে। তোমরা তাদেরকে বলো যে ইনি মহাত্মা নন। নাম হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো এদের বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা হবেন তাই না। তাহলে মহাত্মা কিভাবে হবেন? যুক্তি দিয়ে বোঝাবার জন্য ভালো আত্মা চাই। বুদ্ধিবান চাই। মনে করো, সে হয়তো লিখেও দিয়ে যায় কিন্তু বুঝতে কিছুই পারেনা। একদম বুদ্ধু। মুখ দেখেই বোঝা যায় - বুদ্ধিতে জ্ঞান নেই। শিববাবা তো সব জানেন, কেননা তিনি হলেন অন্তর্যামী। এই বাবা (ব্রহ্মা) তো হলেন বাহির্যামী। বাবা বলছেন - আমি আসিই সেই শরীরে যে প্রথম নম্বরে আসে। এখন লাস্টে আছে। এনার মধ্যে প্রবেশ করি কেননা এনাকেই পুনরায় নারায়ণ হতে হবে। তাই শিব বাবাকে এই শরীর ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য ইনি ভাড়া পান, তবেই তো বলা হয় ভাগ্যশালী রথ, ভাগীরথ কোনও জলের গঙ্গা আনয়ন করেনি। এসব হল রহস্যময় জ্ঞানের কথা, রাবণ মতে চলার কারণে যে কথা মানুষ বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝেছো তো অন্যদেরকেও বোঝানোর যুক্তি বের করো। তোমাদেরকে এই চিন্তা করতে হবে যে অন্যদেরকে কীভাবে দূরদর্শী বানাবে। কিভাবে বাবার পরিচয় দেবে। তারা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ব্রহ্ম হল তত্ব যেখানে পরমাত্মা থাকেন। কিন্তু তারা ব্রহ্মকেই পরমাত্মা মনে করে। যেরকম হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। হিন্দুস্তানে থাকার কারণে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। বাস্তবে হিন্দুস্তান হল থাকার জায়গা। ব্রহ্ম তত্বও হল পরমাত্মার থাকার স্থান। কিন্তু মানুষ অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার কারণে বুঝতে পারে না। এখানে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। দুনিয়ার কথা তো সবাই খুব ভালো করে জানে। ইনি নিজে জহুরী ছিলেন তাই সবকিছু জানতেন। এছাড়া জ্ঞানের বিষয়ে অল্প বুদ্ধি, তুচ্ছ বুদ্ধি ছিলেন, কিছুই জানতেন না। তাই বাবা এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। যতক্ষণ কেউ ব্রাহ্মণ না হয় ততক্ষণ কেউ বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে না, প্রজা তো হতেই হবে। কেউ যদি অল্প কিছু জ্ঞান শোনে, তাহলেও প্রজাতে এসে যাবে। যদি বিকারে যেতে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর এসে সাধারণ প্রজা হবে। এখন সকলেরই মৃত্যু হবে। সবাইকে কবরস্থ হতেই হবে। এটা কবরস্থান হতেই হবে। এইসময় মানুষের কোনও মূল্য নেই। তোমাদেরও কোনও মূল্য ছিল না। এখন ভ্যালু তৈরী হচ্ছে। এছাড়া যখন বিনাশ হবে তখন মশার মতো মরবে। যেরকম দীপাবলীতে কতো মশা মরে যায় তো সবাইকে মরতেই হবে কেননা সবাইকে পুনরায় ঘরে ফিরে যেতে হবে। সত্যযুগে এটা বলবে না যে, এই ব্যক্তি মারা গেছে কেননা সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। তারা কাল-এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করে। মারা যাওয়া শব্দটি সেখানে থাকে না। সত্যযুগে জানে যে আমরা অকালে মারা যাই না। কেবল একটা পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন গ্রহণ করি - সেটাও সময় মতো। সাপের উদাহরণ আছে যে পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন নেয়। তো সাপের উদাহরণ সত্যযুগের জন্য, এখানকার জন্য নয়। ভ্রমরীর উদাহরণ এখানকার জন্য, সন্ন্যাসীরাও এই উদাহরণ দেয় কেননা এখানকারই স্মরনিক ভক্তিমার্গে চলে।

বাচ্চারা এখন তোমরা যত যত ধারণা করবে ততই তোমরা বুদ্ধিবান হবে, ততই উপার্জন করবে। যেরকম সার্জেন যত বুদ্ধিবান হয়, বুদ্ধিতে যত বেশী ঔষধের নাম মনে রাখতে পারে ততবেশী উপার্জন করতে পারে। তো এখানেও এইরকম। কেউ ২৫০ টাকা উপার্জন করে, কেউ তো আবার হাজার টাকা উপার্জন করে। কেউ যদি রাজাকে সুস্থ করে তোলে তো রাজা তাকে লাখ লাখ টাকা দিয়ে দেয়। এখানেও এইরকম। কারোর তো জ্ঞানের পয়েন্টের ধারণা নেই আবার কেউ তো বড়ই দূরদর্শী, যে বিশাল বুদ্ধির হয় সে অন্যদেরকেও বিশাল বুদ্ধি বানায়। প্রথমে দূরদর্শী, পরে বিশাল বুদ্ধি বলা হবে। বোঝার মতো বিষয় তাই না। ব্রাহ্মণদের মতো সৌভাগ্যশালী আর কেউ নেই। একদম সবাইকে উপরে নিয়ে যায়। উপরে পরমাত্মা আছেন তাই না, তো তার পরিচয় দিতে থাকো। তোমরা সব জানো তাই না। বাবার বিষয়ে বাচ্চারা সবই জানে। এখন পারলৌকিক বাবা এসেছেন তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে পুনরায় বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এক কৃষক কন্যার গল্প আছে তাই না - এক রাজা সেই কৃষক কন্যাকে রাজ মহলে নিয়ে আসে, কিন্তু সেই কন্যার কোনও কিছুই ভালো লাগে না, তখন তাকে পুনরায় বাড়ি ফিরিয়ে দেয়। এখানেও এইরকম। যার বুদ্ধিতে জ্ঞানের ধারণা হয় না, সে নিজেই বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়, এতে বাবা কি করবেন! পরমপিতা পরমাত্মা সব বুঝিয়ে দেন। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শোনাচ্ছেন যে বেদ শাস্ত্র কোনও ধর্ম শাস্ত্র নয়। এইসব তো হল পাতা, শাখা-প্রশাখা। মূল ধর্ম হল চারটি। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ধর্ম হল মুখ্য। দেবতাদের হীরের মতো জন্ম বলা হবে না। কেননা এটা হল কল্যাণকারী লিপ ধর্মকর্মের যুগ। লিপ মাস, ধর্মকর্মেকে বলা হয়। এটা হল সঙ্গম যুগ, কল্যাণকারী। অন্য যেসব যুগ আছে সেখানে অকল্যাণই হতে থাকে, কেননা ডিগ্রি কম হয়ে যায়। দিন প্রতিদিন কলা কম হতে থাকে। এই যুগটাই হল কল্যাণকারী যুগ। তো প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে যে অন্যদেরকে কিভাবে বোঝাবো। এমনিতে তো ওস্তাদ বলে দিচ্ছেন যে রাস্তা কিভাবে বলতে হবে, তারপরও

প্রত্যেকের ধান্দা আলাদা আলাদা। তো এটা ভাবতে হবে যে কিভাবে অন্যদেরকে চোরাবালি থেকে বের করবো। কেউ কেউ তো চোরাবালি থেকে বের হয়েও নিজের কারণে পুনরায় ফেঁসে যায়। তাই বোঝানোর জন্য অনেক যুক্তি চাই। প্রথমে অল্ফ অর্থাৎ বাবার পরিচয় দাও তারপর বে অর্থাৎ বাদশাহীর বিষয়ে জেনে যাবে আর সৃষ্টি চক্রকেও জেনে যাবে। প্রথমে অল্ফ-কে তো জানো। কেউ যদি হাজার বার লিখে দেয় যে অল্ফ কে? তখন এখানে বসতে পারবে। কেউ তো রক্ত দিয়েও লিখে দেয়, তারপরও ছেড়ে চলে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দূরদর্শী হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে আর অন্যদেরকে দূরদেশের অধিবাসী বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) কল্যাণকারী যুগে সকলের কল্যাণ করার যুক্তি বের করতে হবে। সবাইকে চোরাবালি থেকে বের করার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখনা দ্বারা উড়ন্ত কলার স্থিতির অনুভবকারী কর্মযোগী ভব

ব্রাহ্মণেরা উৎসাহ-উদ্দীপনা হল তোমাদের উড়ন্ত কলার পাখনা। যদিও কার্যার্থে নীচে আসতেও হয় তো উড়ন্ত কলার স্থিতিতে থেকে, কর্মযোগী হয়ে কর্ম করতে এসো। এই উৎসাহ-উদ্দীপনা হল ব্রাহ্মণদের জন্য সবথেকে বড় শক্তি। নীরস জীবন নয়। যদি উৎসাহ-উদ্দীপনার রস রয়েছে তবে কখনও হৃদয় বিদীর্ণ হবে না, সর্বদাই মন খুশীতে থাকবে। উৎসাহ-উদ্দীপনা তুফানকেও উপহার বানিয়ে দেয়। পরীক্ষা বা সমস্যাকে মনোরঞ্জন অনুভব করায়।

স্লোগানঃ- যে অশরীরী স্থিতির অভ্যাসী, তাকে শরীরের আকর্ষণ আকৃষ্ট করতে পারে না।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য :-

আমাদের অর্থাৎ মনুষাত্মাদের সর্বপ্রথম কোন্ মুখ্য পয়েন্ট বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যেটার প্রতি খুব সতর্ক থাকতে হবে? ১ - সর্বপ্রথম তো নিজেকে এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন? ২ - দ্বিতীয় পয়েন্ট হল, আমরা সবাই হলাম মনুষ্যাত্মা আর পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা। আমরা আত্মারা হলাম বাচ্চা আর পরমাত্মা হলেন বাবা, আমরা হলাম আলাদা-আলাদা। ৩ - তৃতীয় পয়েন্ট হল ঈশ্বর অনন্তও নন আর সর্বত্র বিরাজমানও নন, এখন এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে এইজন্য তোমাদের জ্ঞান হল অন্যদের থেকে আলাদা, যদিও দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে তাদের কাছে পরমাত্মার জ্ঞান আছে, এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে? তখন বলবে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। এখন পরমাত্মা তো বলেন যে আমার জ্ঞান আমার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, যেরকম ব্যারিস্টারের দ্বারা ওকালতি, ডাক্তারের দ্বারা ডাক্তারি শেখা যায়, যদিও সেখানে ব্যারিস্টারও অনেক থাকে, একজন ব্যারিস্টারের কাছে না পড়তে চাইলে অন্য এক ব্যারিস্টার পড়াবেন। একজন ডাক্তারের কাছে না পড়তে চাইলে অন্য এক ডাক্তার পড়াবেন, যদিও এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান এক পরমাত্মা ছাড়া কোনও মনুষ্যাত্মা, সে যদি সাধু-সন্ত মহাত্মাও হয়, সে-ও পড়াতে পারবে না। তাহলে আমরা কিকরে বুঝবো যে এদের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান আছে আর ৪- চতুর্থ পয়েন্ট পরমাত্মা যুগে-যুগে আসেন না পরিবর্তে পরমাত্মা প্রতি কল্পে একবারই এই সঙ্গম যুগে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগের আদিতে এই সঙ্গমের সময়ে আসেন আর অনেক অধর্মের বিনাশ করিয়ে এক আদি সনাতন সৎ ধর্মের স্থাপনা করেন। এখন লোকেরা কিভাবে বলে যে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন আবার এমনও বলে যে গীতার ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দ্বাপরে এসেছেন। এখন এইসব কথাগুলিকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয়, শিব পরমাত্মা আর তিনি দ্বাপরে নয় সঙ্গমের সময়ে আসেন। ৫ - পঞ্চম পয়েন্ট হল গুরু ব্যাতীত ঘোর অন্ধকার কিভাবে হয়েছে, সেই গুরু কে? মনুষ্য সৃষ্টির উল্টো ঝাড় কিরকম আর আমাদেরকে পাঁচ বিকারের উপর কিভাবে জয়ী হতে হবে? ৬- ষষ্ঠ পয়েন্ট হল আমরা হলাম সেই পান্ডব যোদ্ধা, যাদের সাথে সাক্ষাৎ পরমাত্মা আছেন তাদেরই জয় নিশ্চিত আর সপ্তম পয়েন্ট হল পরমাত্মা নিজে হলেন সর্ব্বশক্তিবান তো যারা সবসময় পরমাত্মার সাথে থাকে, তাদেরই পরমাত্মার দ্বারা লাইট মাইট দুই মুকুট প্রাপ্ত হয়। এখন

এই সব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে, কারণ একেই জ্ঞান বলা হয়। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;